

রাজনীতিতে কালোবাজারী সন্ত্রাসী গডফাদারদের পর এবার সুদখোর!

॥ ফুয়াদ ॥

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের ইতিহাসের সকল সময়ের প্রচলিত মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতায় সুদ ও সুদখোরদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়ে আসছে। গত বিশ/ত্রিশ বছর আগেও এদেশের গ্রাম-গঞ্জে যে সব ব্যক্তি ও পরিবার সুদ দেয়া ও নেয়ার সাথে জড়িত থাকতো তাদেরকে অভিশপ্ত, সমাজের ও ধর্মের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হত এবং তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতেও অনীহা দেখা যেত। বিশেষ করে বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজে সুদকে মহাপাপ হিসেবে গণ্য করা হতো, কেননা শান্তির (ইসলাম) ধর্মে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে। কিন্তু বিগত দশ/পনেরো বছরের মধ্যে সৌদি-ওয়াহাবী-জামাতিদের মত মার্কিনী আদর্শের দাপটে আজ সমাজের একটু গভীরে গেলেই দেখা যায়, সুদখোর, জঙ্গীবাজ, সন্ত্রাসী, গডফাদাররাই অনেক ক্ষেত্রে পবিত্র ইসলাম ধর্মের ধারক বাহক হয়ে উঠেছে। সুদ ও সুদখোরদের বিরুদ্ধে ঘৃণাবোধও আগের মত দেখা নেই বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষকে ধর্মের কথা, গণতন্ত্র ও নির্বাচনের কথা বলে এবং আজ সবচেয়ে আতঙ্কজনক যা তা হচ্ছে বিদেশী অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে মোহাচ্ছন্ন করেও রাখা হচ্ছে। যে দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, নিরক্ষর, অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত সে দেশে ৩০/৪০টি বিদেশী টিভি চ্যানেল অনায়াসে দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। জনগণকে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার এটাই হয়তো সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের স্থানীয় এজেন্টদের সবচেয়ে বড় কৌশল। মানুষকে অন্ধকারে রাখতে পারলে চোরের চুরি কর্ম সহজ হয়ে উঠে। সমাজের সর্বস্তরে যেখানে সন্ত্রাসী, কালোবাজারী, দুর্নীতিবাজ, গডফাদারদের দাপট, সে দেশ ও সমাজের এক বিশাল অংশ টপ্পার বিশ্ব এজতেমায় যোগ দিচ্ছে আখেরী মোনাজাতে অংশ নিয়ে অশেষ কল্যাণ ছোয়াবের আশায়। অথচ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, ‘আল-হু কোন জাতির অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজে তার অবস্থা পরিবর্তন করে।’ (১৩:১১) ধর্ম রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই আজো এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করে।

এমনি অন্ধকারে যখন আমাদের বর্তমান ধর্মীয় চিন্তা চেতনা তখন এদেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিতে (বর্তমানে কলুষিত) সুদখোরদেরও পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কালোটাকার মালিক ও সন্ত্রাসীদের দৌরায়ে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার পথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে আছে অনেকদিন থেকে। কষ্টার্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে জনগণ। ফলে সুদখোরদের রাজনীতিতে আগমন জনগণের দুর্ভোগকে বাড়াবে বৈ কমাবে না। উপরন্তু দেশ ও জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে মুষ্টিমেয় যে কিছু মানুষকে এখনো রাজনীতিতে দেখা যায় নিবেদিতভাবে, তাদের চলার পথকে আরো কঠিন করে তোলা হবে। এমনিতেই রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতিকে কঠিন করে গেছেন পাকিস্তানপ্রেমী এক বাংলাদেশী জেনারেল; যার দুঃসহ পরিণতি আজো ভোগ করতে হচ্ছে এদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণকে। তাই সুদখোরদের রাজনীতিতে আসার খবরে ইতিমধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে জনগণের মাঝে। কিন্তু বিশ্বায়নের কালো থাবায় পড়ে হাবুডুবু খেলেও বাংলাদেশের সাধারণ ধর্মভীরু মানুষদের মধ্যে এখনো সুদ ও সুদখোরদের ব্যাপারে ‘রিজার্ভেশন’ ও চরম আপত্তিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ হয়তো সুদখোরদের খপ্পড়ে পড়ে এদেশের দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের দুর্গতি বৃদ্ধির ঘটনা কারোই অজানা নয়। সুদখোরদের বিরুদ্ধে সাধারণের ঘৃণাবোধ দেখে তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতে হয় এদেশের মানুষ ফুরিয়ে যায়নি, বিবেক, সচেতনতা এখনো তাদের আছে। এদিকে এদেশের জনগণের স্বার্থে ও জনগণকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চালিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মত ব্যক্তিত্বকেও রাজনীতিতে সুদখোরদের আগমনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ‘বাঙালি সংস্কৃতি মঞ্চ’ নামের এক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘ঘুষখোর, সুদখোর ও দুর্নীতিবাজদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। হঠাৎ গজিয়ে উঠা রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদ ও কালো টাকার মালিকরাই দেশের সর্বনাশ করে। সুদখোর বা ঘুষখোরদের দিয়ে দেশের কল্যাণ হয় না, দারিদ্র্য বিমোচনও হয় না। তারা দারিদ্র্য বিমোচনের নামে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলে। তাদের দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব নয়।’ (দৈনিক জনকণ্ঠ: ১৮ ফেব্রুয়ারী) দেশের সনাতনী, ঐতিহ্যবাহী ও প্রচলিত রাজনীতি ও রাজনীতিকদের প্রতি একজন নোবেল বিজয়ীর সাম্প্রতিক বিরূপ মন্তব্যের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনার প্রশ্ন ছিল রাজনীতিবিদদের প্রতি গালমন্দ করার পর রাজনীতিতে আসার কেন এই আগ্রহ? সুদখোর বলতে শেখ হাসিনা তাহলে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন?

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্বের সময় সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের ড. মুহাম্মদ ইউনুস। সত্যিকার অর্থে তিনি বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে কতটুকু স্থান করতে পেরেছেন বা পারবেন বা পারার মত দায়িত্বপালন করেছেন তা নিয়ে যথার্থ কোন গবেষণা এখনো হয়নি, ভবিষ্যতে সেই গবেষণা হবে বলে আশা রইল। তবে দেশের অমূল্য সম্পদ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর যখন বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে, একজন নোবেল বিজয়ী ‘নাগরিক শক্তি’ নামের রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলছেন, এবং ক্ষুদ্র ঋণের সুদ ও মোবাইল ফোনের ব্যবসার মাধ্যমে যখন দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে, তখন সুদখোরদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বক্তব্যে দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। বরং বলা যায়, শেখ হাসিনার বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ধর্মাক্রান্ত ও দারিদ্র্য কবলিত এই দেশের সর্বত্র এখন সুদখোর ও ঘুষখোরদের বিরাট দাপট চলছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে সন্ত্রাসী, কালোবাজারী ও গডফাদারদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক অভিযান পরিচালনা করছেন। সুদখোরদের বিরুদ্ধে ও সারা দেশে এরকম অভিযান দরকার। নতুবা এদের মতো কংসমামাদের প্রভাবে দেশের ও মানুষের অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। □